বুকে। আমার বাড়াটা আস্তে ঢুকিয়ে দিলাম তার যোনিতে। আর আমি তার ৩৬+ বুকটাকে যেন ফিডারের মত চুষতে লাগলাম। যোনিতে বাড়া ঢুকানো মাত্রই দেখি পুরোটা রসে চুপচুপে হয়ে আছে। এত রস তার যোনিতে বুঝতেই পারলাম না। আমার বাড়াটা একে বারে ভিজে চুপচুপে। বাড়াটা বের করে টিস্যু দিয়ে মুছে এভাবে মাই গুলো চুষছি আর ঠাপ মারছি। বেশীক্ষন থাকতে পারলাম না। মিনিট দু আড়াইয়ের মধ্যেই আমার মাল চলে এলো। তাড়াতাড়ি বাড়াটা বার করতে না করতে তার পেটে উপর গিয়ে কিছু পড়ল, আর কিছু মাল বাথরুমে ওয়ালের টাইলস এ পড়ল। সে বার বার বলছিল, সাবধান বাচ্চা হয়ে যাবে। বললাম কথা দিলাম ভেতরে ফেলব না। আমার বাড়াটা সে খুব ভাল করে চুষে একে বারে পরিস্কার করে দিল। কিন্তু ওটা তখনও টনটন করছে। তাকে বললাম পেছন থেকে লাগাব। সে রাজী

নয়। বললাম আরে না যোনিতেই পেছন থেকে লাগাব। তারপর রাজী হলো। যখন সে ঘুরে পাছাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল, আমি তো অবাক, এত সুন্দর পাছাও মেয়েদের হয়? দেখে যেন নয়ন দুটো ভরে গেল। কতক্ষন হাতালাম ও চুমু খেলাম পাছায়। তারপর পেছন থেকে আবার ঢুকালাম, আহ! কি যে ভাল লাগছে। সে উপুড় হয়ে দুহাত ও দুপায়ের উপর ভর করে আছে, আর আমি দুহাতে কোমর টেনে টেনে ঠাপ মেরে চলছি। মিনিট দশেক ঠাপ দিলাম, তারপর আবার চিত হয়ে শুতে বললাম, এবার আবার সামনে থেকে ঠাপ মারতে শুরু করলাম। হালকা চপাত চপাত আওয়াজ হতে লাগল, মিনিট পাঁচ ছয়েকের মধ্যেই শিল্পি আপুর গুদে ঢেলে দিলাম বেশ খানিক মাল। যোনির ভেতর বাড়াটা রেখেই ওকে বুকের সংগে চেপে ধরলাম প্রায় মিনিট দশেক। তৃপ্তিতে ওর দুচোখ বন্ধ করে রাখল আর

জোরে জোরে নিশ্বাস নিল কিছুক্ষন। ওকে এত আপন মনে হচ্ছিল, যেন আমি এদিনের অপেক্ষাই করছিলাম। তারপর শিল্পি আপু গুদটা ধুয়ে পায়জাম ও গেন্জিটা পরল, আমি ও আমার প্যান্ট পরলাম। দাঁড়িয়ে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, তুমি আমাকে আজ যে সুখ দিলে, বহু দিন এমন সুখ পাইনি। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তুমি কি মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসবে, তাহলে দুজনে মিলে আরো মজা করব। আমি তো আনন্দে বললাম, অবশ্যই আসব, তুমি ফোন দিও। যে দিন বাসায় কেউ থাকবেনা, দুজনে মিলে খুব মজা করব। আমাকে ভাল ভাবে সাবধান করে দিল, খবরদার কেউ যেন টের না পায় এইসব কথা। আমি বললাম, তুমি এ নিয়ে ভেব না। আমি কাউকে কিছু বলব না। এই বলে দুজনে আবার শুতে গেলাম যেন কিছুই হয়নি।